ব্রি ধান৭৭

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৭ এর কৌলিক সারি নং **বিআর৭৯৪১-১১৬-১-২-১** । সারিটি **আইআর৭৫৮৬২-২০৮-৮-বি-বি-এইচআর১ এবং বিআর৬১১০-১০-১-২** এর মধ্যে শংকরায়নের মাধ্যমে **উদ্ভাবিত**। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে এবং ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল এবং সংলগ্ন জোয়ার ভাটা অঞ্চলে উক্ত কৌলিক সারিটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোসজনক হওয়ায় ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাত হিসাবে অনুমোদন নেওয়া হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- জাতটি অধিক ফলনশীল।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১৪০ সেমি।
- গাছ মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
- ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ রঙের।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৯.৩ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মোটা এবং রং সাদা।

ব্রি ধান৭৭

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭৭ এর জীবনকাল স্থানীয় দুধকলম জাতের সমান কিন্তু গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১.০ টন পর্যন্ত বেশী। এ জাতের চারার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সেমি যা স্থানীয় জাত যেমন- সাদামোটা, দুধকলম ইত্যাদির প্রায় সমান। জমিতে রোপনের পর জোয়ারভাটায় মাথা ভেসে থাকে তাতে পানির চাপেও গাছ বেঁচে থাকতে পারে।

জীবনকাল

এ জাতের গড় জীবন কাল ১৪৫ দিন যা স্থানীয় জাত দুধকলমের প্রায় সমান। তবে জোয়ারভাটার তীব্রতা বেশি হলে জীবনকাল কিছুটা বেড়ে যেতে পারে।

ফলন

হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৫ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জোয়ারভাটা সহ্য করে হেক্টরে প্রতি ৫.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৭-৩১ আষাঢ় (১-১৫ ই জুলাই)।

২. **চারার বয়স ঃ** ৩৫-৪০ দিন। চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলেও ফলনে তেমন হেরফের হয় না।

৩. **চারার সংখ্যা ঃ** প্রতি গুছিতে ২-৩ টি।

৪. **রোপন দুরত্ব ঃ** ২৫×১৫ সেন্টিমিটার।

৫. **জমির ধরণঃ** মাঝারি নীচু থেকে স্বল্প নীচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২৬	১০	১৩	৯	১

৬.১ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৬.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। যথা রোপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪৫-৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় ঃ** ব্রি ধান৭৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** অগ্রহায়ন মাসের মাঝামাঝি (ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ) ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেওয়া উচিৎ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd